যুগান্তর

তারিখ 29 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

আমেরিকায় বাংলা বইমেলা

বিশ্বজিত সাহা

আমেরিকায় বাংলা বইমেলার ১৬ বছর পূর্তির প্রস্তুতি চলছে এ বছর। একুশের বইমেলা উপলক্ষে যেমন বাংলাদেশের লেখক, প্রকাশক, পাঠকদের মধ্যে এক ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, তেমনি গত ১৫ বছর ধরে মুক্তধারা নিউইয়র্কের নিরন্তর প্রচেষ্টায় আমেরিকায় বাংলা বইমেলার অভাবনীয় আমেজ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের লাখ লাখ টাকার বই রফতানি হচ্ছে আমেরিকায়। আমেরিকায় লাইব্রেরিগুলোতে গড়ে উঠছে বাংলা বইয়ের বিপুল সম্ভার। বাংলাদেশের মতো প্রবাসী কবি, লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, আবৃত্তিকার, সাংস্কৃতিক কর্মীদের মেলবন্ধনে এই বইমেলা প্রাণের মিলনমেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। বইমেলা উপলক্ষে গত কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে প্রবাসী লেখকের বিভিন্ন প্রকাশনা।

গত ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় প্রায় ৩০ জন লেখক আমেরিকার বইমেলায় অংশ নিয়েছেন। যোগ দিয়েছে বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থা। ফলে ফলে সুশোভিত এই বইমেলাটির দিকে একনজর দৃষ্টি ফেরানো যাক।

সাগর পাড়ের এই বইমেলার সূচনা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। একই বছর জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ও ২ দিনব্যাপী বইমেলার কর্মসূচি নিয়ে বাঙালির চেতনামঞ্চ ও মুক্তধারা নিউইয়র্ক তাদের কার্যক্রম শুরু করে। প্রচণ্ড বরফ ও প্রতিকূল পরিবেশে জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে একুশের প্রথম প্রহরে কর্মসূচি সফলভাবে পালিত হওয়ার পরই শুরু হয় নিউইয়র্কে দুই দিনব্যাপী বইমেলা।

১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহের শনি ও রোববার এই বইমেলার আয়োজন করা হয় নিউইয়র্কের একটি পাবলিক স্কুলে। বাঙালি অভিবাসীদের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বইমেলা হবে একদিন ব্রুকলিনে, অন্যদিন কুইন্সের এস্টোরিয়ায়। স্কুল মিলনায়তন ভাড়া করা হল ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে ও এস্টোরিয়ার পিএস-১৭। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে হল ভাড়া পরিশোধের পর বসল আলোচনা সভা। সভায় ছিলেন বাঙালির চেতনামঞ্চের হারুন আলী, সাখাওয়াত আলী, আবদুর রহিম বাদশা, সৈয়দ শামীম হোসেন, দিলদার হোসেন দিলু ও দীলিপ নাথ। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বইমেলা উদ্বোধন করা হবে একজন লেখককে দিয়ে। এছাড়া তরুণ প্রজন্মকে বাংলা শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্য থাকবে শিশু-কিশোরের মধ্যে বাংলা লিখন ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। ৪ থেকে ৭, ৮ থেকে ১১, ১২ থেকে ১৫ বছরের শিশু-কিশোরদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যারা বিজয়ী হবে তাদের দেয়া হবে মুক্তধারা নিউইয়র্কের পক্ষ থেকে বাংলা বই পুরস্কার। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় শিল্পী মনিরুল ইসলাম ও বাংলা লিখন প্রতিযোগিতার জন্য সাহিত্যিক পূরবী বসুকে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করলে তারা প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করেন। উত্তর আমেরিকায় প্রথম বাংলা বইমেলা উদ্বোধক হিসেবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে চলে আসে ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের নাম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পী দুলাল ভৌমিক, সেলিনা আশরাফ, আনি ফেরদৌস, তপন বৈদ্য, স্বপ্না কাওসার, কর্না চৌধুরী, শহীদ হাসান, শ্যামলিপি শ্যামা, আবদুস সামাদ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাদের সঙ্গে কথা বলার পর মনে হয় সাংস্কৃতিক পর্বটিও দর্শকপ্রিয় হবে। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠের আসরের দায়িত্ব নিলেন সুদূর কানাডায় বসবাসকারী কবি ইকবাল হাসান। আবৃত্তি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিলেন মাসুদুর রহমান। এর মধ্যে শিল্পী দুলাল ভৌমিক ফোন করে স্মরণ করিয়ে দিলেন তবলা বাদকের কথা। সব শিল্পী বইমেলার অনুষ্ঠানে বিনা সম্মানিতে অংশগ্রহণ করবেন বলে সম্মতি দিলেন। কিন্তু তবলাবাদক তপন ঘোষ সম্মানী ছাড়া কোন অনুষ্ঠানে যান না। বিনীতভাবে তাকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়। তিনিও সম্মানী ছাড়া অনুষ্ঠান করতে রাজি হলেন। সাউন্ড সিস্টেমের দায়িত্ব নিলেন হারুন আলী। মুক্তধারা নিউইয়র্কের পক্ষে আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছিলাম।

এদিকে আগের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একুশের প্রথম প্রহর ও বইমেলার যাবতীয় খরচ বহন করার কথা অর্ধেক বাঙালির চেতনা মঞ্চের আর বাকি অর্ধেক মুক্তধারা নিউইয়র্কের। চেতনামঞ্চের কর্মীর সংখ্যা তখন ৭। দু'দিনের মিলনায়তন ভাড়া ও অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরির জিনিসপত্র কেনার যে খরচ হয় তার অর্ধেক দেয়ার পর আমার হাত শূন্য হয়ে পড়ে।

এর মধ্যে জাতিসংঘের সামনে একুশের প্রথম প্রহর অনুষ্ঠান সফলভাবে পালিত হওয়ার পরের দিনই ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের কথা বললে তিনি সানন্দে রাজি হন এবং আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। রাতের সভায় অন্যান্য কাজ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করার মধ্য দিয়ে আমরা উত্তর আমেরিকায় প্রথম বাংলা বইমেলার পূর্ণ প্রস্তুতি শেষ করি। সেদিন শনিবার ব্রুকলিনের চার্চ এভিনিউ এবং রোববার এস্টোরিয়ার পিএস-১৭ মিলনায়তনে প্রচণ্ড তুষারপাত উপেক্ষা করে যেভাবে বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে প্রবাসী কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদীরা যোগ দিয়ে প্রথম বইমেলাকে সার্থক করে তুলেছিলেন তা আজও আমাদের স্মৃতিতে চিরস্মরণীয়।

এরপর প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস এলে জাতিসংঘের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনারে শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো এবং উত্তর আমেরিকা বাংলা বইমেলা অভিবাসী বাঙালিদের উৎসবে পরিণত হয়েছে। ১৯৯২ থেকে ২০০৬ গত ১৫ বছরে দুই বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা এই বইমেলা উদ্বোধন করেছেন। কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে এই মেলা উদ্বোধন করেন না। জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বইমেলায় অংশগ্রহণ করলেও বইমেলার উদ্বোধন করে আসছেন লেখকরা। এটাই হল উত্তর আমেরিকার বইমেলার প্রধান অহংকার। বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হয় প্রতি বছর 'বাঙালির চেতনা' স্মারক গ্রন্থ। ১৯৯২ সালের নিউইয়র্কে শুরু হওয়া বইমেলা এখন আমেরিকার বাঙালি অধ্যুষিত চারটি শহর নিউইয়র্ক, লসএঞ্জেলস, ডালাস ও নিউজার্সিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রত্যেক শহরেই এই বইমেলা উপলক্ষে হচ্ছে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠান।

মুক্তধারা নিউইয়র্ক ও বাঙালির চেতনামঞ্চ যে বইমেলাটি ১৫ বছর ধরে লালন করেছে ২০০৭ সাল থেকে এটি আয়োজন করবে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে ১০১ সদস্যের কমিটি নিয়ে অলাভজনক সংগঠন মুক্তধারা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তে জুন ২০০৭ সালে বইমেলার ১৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হবে 'আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব-২০০৭'। এই উৎসবে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত লেখক-সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অংশ নেবেন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং দেশজ শিল্প-সামগ্রীর বিপণি। এই উৎসব সম্পর্কে তথ্য জানতে www.bangaliuisah.org ওয়েবসাইটটি দেখার আমন্ত্রণ রইল।

বিশ্বজিৎ সাহা : প্রকাশক